রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ৩১, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩১শে মার্চ, ২০১০/১৭ই চৈত্র, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩০শে মার্চ, ২০১০ (১৬ই চৈত্র, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ

২০১০ সনের ১৫ নং আইন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এ আইনের —

(ক) ধারা ২, ৩, ৬, ৮, ৯ এবং ১২, ২ নভেম্বর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে, ধারা ১০, ১১ এবং ১৫, ১৩ এপ্রিল ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ও ধারা ৫, ৭, ১৩, ১৬, ১৮, ২১, ২২, ২৩ এবং ২৪, ১১ অক্টোবর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে, কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত ধারাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য ধারাসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

২। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম সংশোধন।**—ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাঙ্গ শিরোনাম এর "শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে শিক্ষাদান ও আবাসিক" শব্দগুলির পরিবর্তে মানসম্মত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি আবাসিক ইসলামী শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের প্রস্তাবনা এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের প্রস্তাবনা এর "শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে একটি শিক্ষাদান ও" শব্দগুলির পরিবর্তে "মানসম্মত শিক্ষাদান এবং ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসাসমূহের অধিভুক্তকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে একটি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের সংশোধন।**—উক্ত আইনের সর্বত্র উল্লিখিত "অ্যাকাদেমী" ও "অ্যাকাদেমীয়" শব্দগুলির পরিবর্তে "একাডেমিক" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(কক) "মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি" বলিতে ২২ক ধারায় বর্ণিত মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি বুঝাইবে;"; এবং

(খ) দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (গগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(গগ) "কারিকুলাম কমিটি" বলিতে ২৫ক ধারায় বর্ণিত কারিকুলাম কমিটি বুঝাইবে;"।

৬। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "কুষ্টিয়া ও যশোহর জেলার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(১ক) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে স্থান নির্ধারণ করিবে সে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।"।

৭। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৪ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৪। এখতিয়ার।**—(১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে এবং ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসাসমূহের অধিভুক্তকরণ কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় এই আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।"।

৮। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ক) ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষার অন্যান্য শিক্ষণ-শাখাসমূহ এবং তুলনামূলক আইনবিজ্ঞান ও অনুরূপ অন্যান্য শিক্ষণ-শাখাসমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা-চর্চার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গবেষণা ও উচ্চতর-গবেষণার ব্যবস্থা গ্রহণসহ জ্ঞানের অগ্রসরতা ও বিকিরণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;"।

৯। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৭ এর বিলোপ।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ বিলুপ্ত হইবে।

১০। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;"।

১১। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ১১ ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১১ ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"**১১ ক। প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর।**—(১) চ্যান্সেলর, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, চার বৎসর মেয়াদে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধ্যাপককে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চ্যান্সেলর, প্রয়োজন মনে করিলে, যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরকে তাঁহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর সংবিধি ও অধ্যাদেশ দ্বারা নির্ধারিত এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।"।

১২। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) চ্যান্সেলর, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে, একজন কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পূর্ণকালীন (whole time) অফিসার হইবেন।"।

১৩। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর—

(ক) দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(খখ) মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি;" ; এবং

(খ) দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘঘ) কারিকুলাম কমিটি;"।

১৪। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) এবং (১ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে সিন্ডিকেট গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা, একাধিক হইলে, সকল প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(গ) কোষাধ্যক্ষ;

(ঘ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন অধ্যক্ষ, যাহাদের একজন আলিয়া মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ এবং অপরজন কলেজের অধ্যক্ষ হইবেন;

(ঙ) দুইজন ডীন, যাহাদের মধ্যে একজন চ্যান্সেলর কর্তৃক এবং অপরজন সিন্ডিকেট কর্তৃক পালাক্রমে মনোনীত হইবেন;

(চ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন শিক্ষক, যাহাদের একজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক এবং অপরজন সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষক হইবেন;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের দুইজন কর্মকর্তা;

(জ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যাহাদের একজন ইসলামিক শিক্ষায় এবং অপরজন সাধারণ শিক্ষায় উৎসাহী;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মধ্য হইতে চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন স্নাতক যাহারা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত;

(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন অধ্যক্ষ, যাহাদের একজন ফাজিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ এবং অপরজন কামিল মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ হইবেন; এবং

(ট) সিন্ডিকেট কর্তৃক পালাক্রমে মনোনীত একজন প্রাধ্যক্ষ।

(১ক) দফা (ঙ) তে উল্লিখিত সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সদস্য এবং দফা (জ) ও (ট) তে উল্লিখিত সদস্যগণ সিন্ডিকেট কর্তৃক উহার প্রথম সভায় মনোনীত হইবেন।"।

১৫। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, অথবা একাধিক হইলে, সকল প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;"।

১৬। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২২। **একাডেমিক কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।**—একাডেমিক কাউন্সিল, এই আইন, সংবিধি ও অধ্যাদেশসমূহের বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসাসমূহের শিক্ষা ব্যতীত,—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক প্রধান সংস্থা হইবে;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার সকল পঠন, শিক্ষা এবং পরীক্ষার মান বজায় রাখিবার জন্য দায়ী থাকিবে এবং উহা নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ তত্ত্বাবধান করিবে;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ দান করিবে; এবং

(ঘ) সংবিধি দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

১৭। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনে নূতন ধারা ২২ক এবং ২২খ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২২ক এবং ২২খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

২২ক। **মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসাসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে একটি মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি থাকিবে, যাহা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা, একাধিক হইলে, সকল প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(গ) কোষাধ্যক্ষ;

(ঘ) মহাপরিচালক বা তাঁহার প্রতিনিধি, যিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নহেন;

(ঙ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড;

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যে কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের ডীন;

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি ফাজিল বা কামিল মাদ্‌রাসার একজন অধ্যক্ষ;

(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিসগণের মধ্য হইতে দুইজন মুহাদ্দিস;

(ট) মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন ফকিহ্;

(ঠ) মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন মুফাস্‌সির;

(ড) মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন আদিব;

(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে দুইজন অধ্যক্ষ;

(ণ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(ত) মাদ্‌রাসা পরিদর্শক;

(থ) মানবিক, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও আইন বিষয়ে সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন করিয়া শিক্ষক; এবং

(দ) রেজিস্ট্রার, যিনি মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটির সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটির মনোনীত সদস্যগণ দুই বৎসরের জন্য স্বীয় পদে নিযুক্ত হইবেন।

(৩) মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটির সভায় উহার চেয়ারম্যানসহ দশজন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

২২খ। **মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।—মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি, এই আইন, সংবিধি ও অধ্যাদেশসমূহের বিধান সাপেক্ষে,—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসাসমূহের শিক্ষা বিষয়ক প্রধান সংস্থা হইবে;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত সকল পঠন, শিক্ষা এবং পরীক্ষার মান বজায় রাখিবার জন্য দায়ী থাকিবে এবং উক্ত মাদ্‌রাসাসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ তত্ত্বাবধান করিবে;

(গ) ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসা পরিদর্শন ও শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ দান করিবে;

(ঘ) কারিকুলাম কমিটির সংখ্যা ও বিষয় নির্ধারণ করিবে এবং কারিকুলাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত পাঠ্যসূচীসমূহ সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করিবে;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক বিবেচনার উদ্দেশ্যে, ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত সংবিধি ও অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন করিবে; এবং

(চ) সংবিধি কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

১৮। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) প্রত্যেক ফ্যাকাল্টিতে একজন ডীন থাকিবেন, যিনি, সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে, ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে দুই বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন।"।

১৯। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনে নূতন ধারা ২৫ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"২৫ক। **কারিকুলাম কমিটি।**—(১) ফাজিল ও কামিল উভয় স্তরের এক বা একাধিক বিষয়ের জন্য অন্যূন একটি কারিকুলাম কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভাগীয় প্রধান, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগ না থাকিলে মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক উক্ত বিষয়ে কারিকুলাম কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত কামিল মাদ্‌রাসার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের দুই জন শিক্ষক;

(গ) মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত ফাজিল মাদ্‌রাসার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের দুই জন শিক্ষক;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দুই জন শিক্ষক।

(২) কারিকুলাম কমিটি মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটির নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া কার্য সম্পাদন করিবে।

(৩) কারিকুলাম কমিটির মনোনীত সদস্যগণ দুই বৎসরের জন্য স্বীয় পদে নিযুক্ত হইবেন।

(৪) কারিকুলাম কমিটির সভায় চার জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

(৫) কারিকুলাম কমিটি পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং এই আইন, সংবিধি ও অধ্যাদেশ দ্বারা বা উহাদের অধীন অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকিবে।"।

২০। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (১ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে অর্থ কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) কোষাধ্যক্ষ, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে মনোনীত একজন ডীন;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ফাজিল বা কামিল মাদ্‌রাসার একজন অধ্যক্ষ;

(ঘ) অর্থ বিষয়ে দুইজন দক্ষ ব্যক্তি, যাহাদের মধ্যে একজন সিন্ডিকেট কর্তৃক এবং অপরজন চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(১ক) ভাইস-চ্যান্সেলর এবং প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর অর্থ কমিটির উপদেষ্টা হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর একাধিক থাকিলে চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর উক্ত কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।"।

২১। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা, একাধিক হইলে, চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;"।

২২। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর দফা (ঘ) এর "বিশ্ববিদ্যালয়ে" শব্দটির পরিবর্তে "বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার অধিভুক্ত ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসায়" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনে নূতন ধারা ৩৪ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৩৪ক। **ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসার সহিত সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ প্রণয়ন**।—(১) ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসার সহিত সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশসমূহ সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রণীত হইবে।

(২) মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অধ্যাদেশের খসড়া সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রেরিত অধ্যাদেশের খসড়া বাতিল করিবার কোন ক্ষমতা সিন্ডিকেটের এখতিয়ারে থাকিবে না, তবে সিন্ডিকেট উহা সংশোধন করিতে পারিবে এবং মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটিতে উহা ফেরত পাঠাইতে পারিবে।

(৪) সিন্ডিকেট কর্তৃক অধ্যাদেশের খসড়া ফেরত পাঠানো হইলে, মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি সংশোধনীসমূহ বিবেচনা করিয়া সংশোধনীসহ পুনরায় উহা সিন্ডিকেটে প্রেরণ করিতে পারিবে, অথবা সংশোধনীসমূহ বিবেচনা না করিয়া ছয় মাস অতিক্রান্ত হইবার পর অধ্যাদেশের মূল খসড়া সিন্ডিকেটে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পর অধ্যাদেশের মূল খসড়া প্রেরণ করা হইলে, অধ্যাদেশটি সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।"।

২৪। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনে নূতন ধারা ৪৯ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৪৯ক। মাদ্‌রাসা শিক্ষা তহবিল।—(১) ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যাদি সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহের জন্য "মাদ্‌রাসা শিক্ষা তহবিল" নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) মাদ্‌রাসা শিক্ষা তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার হইতে প্রাপ্ত বরাদ্দ;

(খ) ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসা হইতে সংগৃহীত ফি;

(গ) অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) মাদ্‌রাসা সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহের জন্য মাদ্‌রাসা শিক্ষা তহবিল কোষাধ্যক্ষের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকিবে।

(৫) সিন্ডিকেটের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তহবিল যে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।"।

২৫। **১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইনে নূতন ধারা ৫১ এর সংযোজন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫১ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"৫১। **অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ বিধান।**—(১) বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে ফাজিল ও কামিল মাদ্‌রাসায়—

(ক) যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ২ (দুই) বৎসর মেয়াদী কোর্সে ভর্তি হইয়াছে এবং যাহাদের পরীক্ষা ২০০৭ সনে অনুষ্ঠিত হইবে, সে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হইবে;

(খ) যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ৩(তিন) বৎসর মেয়াদী কোর্সে ভর্তি হইয়াছে সে সকল ছাত্র- ছাত্রীদের পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইবে;

(গ) অধ্যয়নরত যে সকল ছাত্র-ছাত্রী দফা (ক) এর অধীন অনুষ্ঠেয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইবে, সে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ কার্যকর থাকা সাপেক্ষে, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা গৃহীত হইবে;

(ঘ) দফা (গ) এর অধীনে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হইয়া রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ কার্যকর থাকা সাপেক্ষে ২০০৮ সনে বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ফাজিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে কামিল প্রথম বর্ষে ভর্তির সুযোগ পাইবে; তবে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতক ডিগ্রী মান প্রদানের জন্য মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় ও পদ্ধতিতে ৩০০ (তিনশত) নম্বরের ফাজিল বি, এ (বিশেষ) পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে কামিল শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ফাজিল বি, এ (বিশেষ) পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রী কোন কারণে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না, বা অংশগ্রহণ করিবার পর অকৃতকার্য হইবে, তাহারাও ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষে কামিল শ্রেণীতে পুনরায় ভর্তির সুযোগ পাইবে ও ফাজিল বি, এ (বিশেষ) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাইবে।

(২) যে সকল ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ২০০৬-২০০৭ এবং ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হইয়াছে, সে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের স্নাতক ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয় মাদ্‌রাসা সংক্রান্ত একাডেমিক কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় ও পদ্ধতিতে ৩০০(তিনশত) নম্বরের ফাজিল বি, এ (বিশেষ) পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"।

২৬। **রহিতকরণ**।—ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সনের ৩৭ নং আইন) এর ইংরেজী পাঠ Islamic University Act, 1980 (Act XXXVII of 1980) এতদ্‌দ্বারা রহিত করা হইল।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd